ব্যবস্থা বিশ্লেষণ
(System Analysis)

সমাজতত্ত্বে সামাজিক ব্যবস্থার ধারণার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। যে কোনও সমাজের অস্তিত্ব এবং তার অবিরাম গতিছন্দ, সেই সমাজ ব্যবস্থার মাত্রার ওপর নির্ভর করে। কোন সমাজই অধিক সময় ধরে বিশৃঙ্খল অবস্থায় চলতে পারে না, তার বিনাস অবশ্যম্ভাবী, সমাজের নির্মাণ হয় সামাজিক সম্পর্কের সুশৃঙ্খলিত বন্ধন দ্বারা। সুশৃঙ্খল সামাজিক ব্যবস্থাই মানুষকে পশুর থেকে আলাদা করেছে এবং উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। যে কোনও সমাজে ব্যবস্থার অভাবে সভ্যতা বা সংস্কৃতি কোনও কিছুই নির্মাণ করা যায় না এবং প্রগতিও সম্ভব নয়। সামাজিক ব্যবস্থার অর্থ এবং তার বিভিন্ন দিকের ওপর চিন্তাভাবনার পূর্বে ব্যবস্থা শব্দের অর্থ জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

ব্যবস্থার অর্থ
(Meaning of System)

সাধারণত ব্যবস্থার অর্থ বিভিন্ন এককের সংগঠন ও একতাবোধ থেকে পাওয়া যায়। ব্যবস্থা শব্দটি কোন স্থিতিশীল অবস্থা নয় বরং গতিশীল ও ভারসাম্য-স্থাপনকারী অবস্থার পরিচায়ক। উদাহরণস্বরূপ, যখন আমরা যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিবার ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রভৃতির আলোচনা করি, তখন আমাদের উদ্দেশ্য হল এটি সিদ্ধ করা যে, এদের কাঠামো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একক দ্বারা নির্মিত যেখানে ঐক্য (Harmony) এবং একত্রীকরণ (Integration) পাওয়া যায় এবং যেখানে এর সাথেই আবার গতিশীলতা থাকে। এইভাবে যখন আমরা শারীরিক তন্ত্র (Organic System) এর বর্ণনা করি তখনও আমাদের উদ্দেশ্য শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ এবং তাদের কর্মপ্রণালীকে প্রকাশ করা।

নীলস্ অ্যান্ডারসন ব্যবস্থা কে "সুসম্পর্কিত স্বার্থের বা প্রক্রিয়ার গড়" (aggregate) বলে মনে করেছেন।

থিয়োডোরসন ও থিয়োডোরসনের মতে, আন্তঃসম্পর্কযুক্ত (Interrelated) এবং পরস্পর নির্ভর (Inter dependant) অঙ্গ (parts) একত্রিত হয়ে গঠিত সংগঠন যে এককশক্তির (Unity) সঞ্চার করে, তাকেই ব্যবস্থা বলা হয়।"

এইভাবে কোন কাঠামোর (Structure)-র এককগুলি যখন পরস্পর এইভাবে সম্পর্কে আবন্ধ যে, একটি ধাঁচ প্রকাশ করেন এবং কার্যমূলক রূপে একে অপরকে ঐক্যের বন্ধনে আবৃত করে এবং একে অপরের গতিশীলতা ও ক্রিয়াশীলতা বজায় রাখে, তখন আমরা তাকে ব্যবস্থার সংজ্ঞা দিই। কোন ব্যবস্থাই স্থির (Static) হতে পারে না বা পূর্ণরূপে ভারসাম্যযুক্ত হতে পারে না, আবার কোন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভবিষ্যৎবাণী করতে পারে না। বিভিন্ন সংজ্ঞার ভিত্তিতে ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করা যায় ঃ

(১) প্রত্যেক ব্যবস্থার একটি কাঠামো থাকে যা অনেক উপব্যবস্থা এবং উপাদান বা এককের সম্মিলিত রূপ হিসাবে গড়ে ওঠে।

Scanned with CamScanner

(২) শুধুমাত্র একক/গোষ্ঠী বা উপাদানের মিলনের ফলেই কোনও ব্যবস্থা তৈরি হয়ে যায় না, বরং এই একক ক্রমবদ্ধতা, সংগবদ্ধতা এবং নিয়মানুবর্তিতা দেখতে পাওয়া যায়।

(৩) ব্যবস্থার একক পরস্পর কার্যাত্মক রূপে একতাসূত্রে আবদ্ধ থাকে

(৪) একক বা গোষ্ঠীর কার্যাত্মক রূপে সংঘবদ্ধতা একটি সুনির্দিষ্ট আকার (Pattern) রূপে আত্মপ্রকাশ করে। উদাহরণস্বরূপ, অ্যারোপ্লেন তৈরির সময় বিভিন্ন কলকব্জারূপী একক ব্যবহৃত হয়, এই যন্ত্রাংশগুলি ইচ্ছেমতো জুড়ে দিলেই অ্যারোপ্লেন হয়ে যায় না বরং একটি সুনির্দিষ্ট পর্যায়ক্রমে একে অপরের সাথে যুক্ত হলেই বিশেষ একটি কাঠামো প্রস্তুত হয় যাকে আমরা অ্যারোপ্লেন বলে থাকি।

(৫) বিভিন্ন এককের কার্যাত্মক সংঘবদ্ধতার জন্য ব্যবস্থানাম্নী একটি পৃথক সম্পূর্ণতা নির্মিত হয়, উদাহরণস্বরূপ, বিভিন্ন যন্ত্রপাতির পর্যায়ক্রমিক সংযুক্তি অ্যারোপ্লেনের কাঠামোকে জন্ম দেয়, যাকে সেই যন্ত্রাংশ তুলনায় পৃথক বস্তুরূপে দেখা যায়।

(৬) ব্যবস্থায় গতিশীলতা ও পরিবর্তনশীলতা পাওয়া যায়। সময় এবং প্রয়োজনীয়তার পরিববর্তনের সাথে ব্যবস্থাতেও পরিবর্তন দেখা যায়। যা এর গতিশীল দিককে প্রকাশ করে।

(৭) এই প্রেক্ষিতে একটি ব্যাপার খুবই গুরুত্বপূর্ণ—তা হল ব্যস্থার তাৎপর্য কখনও সম্পূর্ণ ভারসাম্য থাকলেই অনুধাবন করা যায় না। সকল ব্যবস্থাতেই কোনও কোনও প্রকার ভারসাম্যহীনতা অবশ্যই রয়েছে।

ব্যবস্থার প্রকারভেদ (Kinds of Types of System)—বিশ্বে বহু রকমের ব্যবস্থার অস্তিত্ব আছে। তাদের শ্রেণি-বিভক্তিকরণ অথবা স্বরূপকে আমরা নিম্নরূপে উল্লেখ করব।

(১) **প্রাকৃতিক ব্যবস্থা** (Natural System)—প্রাকৃতিক ব্যবস্থার তাৎপর্য হল সেই ব্যবস্থা, যার পরিচালন এবং নিয়ন্ত্রণ মানুষের হাতে নেই বরং প্রকৃতিই সেই ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করে প্রকৃতিই এই ব্যবস্থার নির্মাণ করে এবং মানুষের অস্তিত্বস্থ কাজের ও ওপর কোনও প্রভাব পরে না, এটি সর্বদা নিজেই ক্রিয়াশীল ও পরিবর্তনশীল থাকে। উদাহরণস্বরূপ, পৃথিবীর আবর্তন, ঋতু পরিবর্তন, দিন রাত্রি সংগঠন, গাছ-ফুল-ফলের সৃজন, সজীব বস্তুর শারীরিক বৃদ্ধি, সবকিছুই প্রাকৃতিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে। প্রাকৃতিক ব্যবস্থাকে আমরা দুটি উপভাগে বন্টন করতে পারি—

(২) **জৈব ব্যবস্থা** (Organic System)—এর উদাহরণ হল সকল সজীব প্রাণী যেমন মানুষ, পশুপাখি, উদ্ভিদ প্রভৃতি প্রাণীর শরীরতন্ত্র। প্রত্যেক অঙ্গেরই শরীরে একটি সুনিশ্চিত স্থান এবং কাজ থাকে। শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ একে অপরের সাথে কার্যমূলক সম্পর্কে যুক্ত থাকে শরীর পরিচালন—জন্ম, বৃদ্ধি, উন্নতি, পুষ্টি, মৃত্যু প্রভৃতি প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারেই হয়ে থাকে।

(৩) **অজৈব ব্যবস্থা** (Inorganic System)—অসাবয়বী ব্যবস্থার সবচেয়ে ভালো উদাহরণ সৌরজগৎ (Solar System)। সৌরজগৎ অনেক ছোটবড় তারা, চাঁদ, সূর্য, গ্রহ এবং উপগ্রহ, জ্যোতিষ্ক সব মিলে গঠিত হয়েছে। সৌরজগতের সকল সদস্যই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সাহায্যে একে অপরের সাথে আবদ্ধ। এবং প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে এদের ওপর মানব জাতির কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই।

(২) **মানবনির্মিত ব্যবস্থা** (Manmade System)—প্রাকৃতিক ব্যবস্থার ঠিক বিপরীত কিছু ব্যবস্থা এমন আছে যার নির্মাণ এবং নিয়ন্ত্রণ মানুষের হাতে। মানুষই তার পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে। এই ব্যবস্থাকে আমরা চারটি ভাগে ভাগ করতে পারি।

(ক) **যান্ত্রিক ব্যবস্থা** (Mechanical System)—মানুষ নির্জীব ভৌত পদার্থ দ্বারা এই ব্যবস্থা তৈরি করে। এই ব্যবস্থায় নির্জীব ভৌত-বস্তুর অর্থপূর্ণ ভাবে পর্যায়ক্রমিক সংযুক্তির ফলে গড়ে ওঠে এবং এর একক যন্ত্রবৎ একটি

Scanned with CamScanner

ব্যবস্থারূপে ক্রিয়াশীল থাকে, উদাহরণ স্বরূপ রেডিও, যানবাহন যেমন, অ্যারোপ্লেন, রেলগাড়ি, মোটর গাড়ি, পাখা, মেশিন প্রভৃতি সবই যান্ত্রিক ব্যবস্থা। যান্ত্রিক ব্যবস্থার অঙ্গ এবং একক (কলকব্জা)-কে যদি পর্যায়ক্রম অনুসারে অর্থপূর্ণভাবে সাজানো না হয় তবে তা যান্ত্রিক ব্যবস্থা হতে পারে না, কলকব্জাকে ভুল জায়গায় বসিয়ে দিলে যান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্রিয়াশীল হবে না এবং তার মধ্যে গণ্ডগোল দেখা দেবে।

(খ) **ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত ব্যবস্থা** (Personality System)—ব্যক্তিত্ব ব্যবস্থা শারীরিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং মানসিক দিক দিয়ে গঠিত হয়। প্রাণীবিদ্যা বা শারীরিক লক্ষণ এর ভিত্তি বা বাহ্যিক স্বরূপ বলা যায়। অন্যদিকে, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং মানসিক বিশেষত্ব ব্যক্তিত্বের আভ্যন্তরীণ দিক গঠনের ক্ষেত্রে মৌলিক ভূমিকা পালন করে। সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য যা ব্যক্তিত্বের অঙ্গ মানুষের দ্বারাই অর্জন করা হয়। সমাজ ও সংস্কৃতিই ব্যক্তিত্বকে একটি বিশেষ রূপ প্রদান করে। সমাজ ও সংস্কৃতি মানুষই তৈরি করে। এইজন্য ব্যক্তিত্বকে মানুষ-নির্মিত ব্যবস্থা বলে মনে করা হয়। অন্যভাবে সমাজ, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় এবং সংস্কৃতি ব্যক্তিত্ব নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং এগুলি সবই মানুষেরই কীর্তি।

(খ) **সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা** (Cultural System)—মানুষই সংস্কৃতি তৈরি করেন। পরিবেশের এই অংশ, যা ব্যক্তিই সৃষ্টি করে থাকে, তাকে সংস্কৃতি বলে। সংস্কৃতির অন্তর্গত আমরা মানুষ দ্বারা নির্মিত ভৌত এবং অভৌত উভয় প্রকার উপাদানেই সামিল করি। সংস্কৃতির ভৌত উপাদানের মধ্যে মেশিন, উপকরণ, পাখা, ঘড়ি, রেডিও, বস্ত্র, বাড়ি এবং অনেক আরো ভৌত বস্তু আছে, যা মানুষই তৈরি করেছে। অভৌতিক দিক থেকে প্রথা, আইন-কানুন, রীতিনীতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, চারুকলা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ প্রভৃতি বিমূর্ত ঘটনা সম্মিলিত করা হয়। এইভাবে ভৌত ও অভৌত উপাদান মিলে মিশে সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার নির্মাণ করে। কিন্তু ভৌত এবং অভৌত উপাদানকে সংযুক্তিকরণ দ্বারাই সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা তৈরি হয়ে যায় না। এইজন্য এই উপাদানকে একটি বিশেষ ক্রমানুসারে বেধে দেওয়া হয়, যার দ্বারা একটি পৃথক সম্পূর্ণতা পাওয়া যায়।

(গ) **সামাজিক ব্যবস্থা** (Social System)—সমাজব্যবস্থা মানুষের একটি অপূর্ব কীর্তি, যার নির্মাণ মানুষের সামাজিক সম্পর্ক ও মিথোস্ক্রিয়ার দ্বারাই সম্ভব হয়। তাই এটি একটি বিমূর্ত ব্যবস্থা। সামাজিক সম্পর্ক এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়া রীতিনীতি, কার্যপ্রণালী, অধিকার, পারস্পরিক সহযোগিতা, গোষ্ঠী, সমিতি, সংস্থা এবং নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। সমাজের এই উপবিভাগগুলি বা উপাদান পরস্পর ক্রমপর্যায় এবং সুব্যবস্থিত ভাবে সম্পর্কযুক্ত থাকে এবং মানবীয় ক্রিয়াকলাপ, ব্যবহার এবং সম্পর্ককে প্রভাবিত করে এবং সমাজ ব্যবস্থার নির্মাণ করে। সমাজ ব্যবস্থার নির্মাণে প্রাকৃতিক ব্যবস্থা এবং অন্যান্য মানুষ নির্মিত ব্যবস্থারও অবদান আছে।

সামাজিক ব্যবস্থার অর্থ এবং সংজ্ঞা
(Meaning and Definition of Social System)

সামাজিক ব্যবস্থার অন্তর্গত সমাজের বিভিন্ন একক (উপাদান) পরস্পর এবং পর্যায়ক্রমিক রূপে সংগবন্ধ হয়ে থাকে এবং এই এককে কার্যাত্মক সম্পর্ক পাওয়া যায়। সকল এককই এইভাবে কাজ করে এইভাবে গতিশীল ভারসাম্য বজায় থাকে। প্রত্যেক সামাজিক ব্যবস্থা কোনও না কোনও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার মধ্যেই ক্রিয়াশীল হয়। অতএব আমরা সামাজিক ব্যবস্থাকে সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা থেকে পৃথক করে ঠিকভাবে বুঝতে পারি না।

জোন্স সামাজিক ব্যবস্থাকে সংজ্ঞায় বর্ণনা করেছেন এইভাবে, সামাজিক ব্যবস্থা হল সেই পরিস্থিতি যেখানে সমাজের বিভিন্ন ক্রিয়াশীল একক নিজেদের মধ্যে এবং সমগ্র সমাজের সাথে একটি অর্থপূর্ণ উপায়ে সম্পর্কযুক্ত থাকে। এই সংজ্ঞা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে সামাজিক ব্যবস্থার নির্মাণ বিভিন্ন এককের দ্বারা অর্থপূর্ণভাবে সংযুক্তিকরণের দ্বারাই সম্ভব। এই এককগুলি নিজ কাজ করে এবং পরস্পর একে অপরকে সাহায্য করে থাকে, যার ফলে একটি ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে বজায় রাখা যায় এবং নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

Scanned with CamScanner

সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে হার্বার্ট স্পেনসারই হলেন সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি এই ব্যাপারে মতামত প্রকাশ করেন। তিনি ডারউইনের ভাবধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি সমাজ-ব্যবস্থার তুলনা সাবয়বী ব্যবস্থার সাথে করেন। যেভাবে বিভিন্ন প্রকারের কোষ (Cells), অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সজীব মানব শরীর গঠিত, ঠিক সেভাবে সমাজের নির্মাণও বিভিন্ন এককের পর্যায় ক্রমিক সংগবন্ধ মিলনের ফলে গড়ে ওঠে। যেভাবে শরীরে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি নিজ নিজ কাজ করে শরীর নামক কাঠামোটিকে চালিত রেখেছে, যা নিজেই একটি পৃথক সম্পূর্ণ সত্ত্বা, ঠিক সেভাবে সমাজের বিভিন্ন এককও নিজ নিজ কাজ করে একটি সামাজিক কাঠামো বা ব্যবস্থার জন্ম দেয়। কিন্তু বর্তমানে শরীর এবং সমাজের তুলনাকে উপযুক্ত বলে স্বীকার করা হয়নি। কারণ, শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শরীর থেকে পৃথক হলে তাদের কোনও অস্তিত্ব থাকে না। অন্যদিকে সমাজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ এককগুলি সমাজ থেকে পৃথক হয়েও নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে।

সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সুন্দরভাবে মতামত প্রকাশ করেছেন। আমেরিকান সমাজবিদ ট্যালকট পারসন্স। তিনি সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর মতামত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থসমূহে "The Structure of Social Action", "General Theory of Action and the Social System" এবং "The Social Action" (1953) পেশ করেছেন।

পারসন্স-এর মতানুসারে, "সামাজিক ব্যবস্থা অনিবার্যভাবেই মিথস্ক্রিয়াসমূহের জাল"। তিনি স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলেছেন সামাজিক ব্যবস্থা এমন একটি পরিস্থিতি যেখানে কমপক্ষে একটি ভৌত উপাদান থাকতে হবে। নিজের ইচ্ছা বা প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য ব্যক্তি কর্তা (Individual actors)-এর পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়। এই মিথস্ক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ক তাদের পরিস্থিতির সাথে সাংস্কৃতিক রূপে গঠিত ও স্বীকৃত চিহ্নের একটি ব্যবস্থা দ্বারা পরিভাষিত এবং মধ্যস্থিত হয়ে থাকে। ("...a social system consists in a plurality of individual actors interaction with each-other in a situation which has atleast a physical or environmental aspect, actors who are motivated in terms of a tendency to the optinization of gratification' and whose relations to their situation, includes each-other, is defined and mediated in terms of system of culturally and shared symbols")।

এই সংজ্ঞা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে সামাজিক ব্যবস্থার উৎপত্তি প্রধানত সমাজের একাধিক ব্যক্তি অর্থাৎ কর্তার (Actors) পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার জন্য হয়ে থাকে। কোনও সমাজে যখন অনেক কর্মী পরস্পর সংগবন্ধ হয়ে কাজ করে, তখন সেই সমাজে একটি ভারসাম্যের জন্ম হয়। একেই সামাজিক ব্যবস্থা বলে। অন্যভাবে, যখন কোনও সমাজে স্বীকৃত কাঠামো এবং চিবুর অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত থেকে মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত হয়ে নিজের প্রয়োজনীয়তা সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে পূরন করে, তখনই সামাজিক ব্যবস্থার উৎপত্তি হয়। এই সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি নিশ্চিত পরিবেশও তৈরি হয়।

সামাজিক ব্যবস্থার বিশেষত্ব বা বৈশিষ্ট্য
(Characteristics of a Social System)

পারসন্সের উপরোক্ত পরিভাষা অনুসারে একটি সামাজিক ব্যবস্থা নিম্নলিখিত রূপে পাওয়া যায়—

(১) একাধিক ক্রিয়াকারী ব্যক্তি—পারসন্স অনুসারে, সামাজিক ব্যবস্থায় একাধিক ক্রিয়াকারী ব্যক্তি (Plurality of individual actiors) থাকে এবং তাদের পরস্পরের মিথোস্ক্রিয়ার প্রয়োজন। কোনও একজন ব্যক্তি সামাজিক ব্যবস্থার জন্ম দিতে পারে না।

(২) মিথস্ক্রিয়ার আদর্শ লক্ষ্য—কিছু ক্রিয়াকরী ব্যক্তি দ্বারা মিথস্ক্রিয়া উদ্দেশ্যহীন হওয়া উচিত নয়। বরং তার উদ্দেশ্য সমাজ দ্বারা স্বীকৃত উদ্দেশ্যপূর্ণ হওয়া চাই। এই পরিস্থিতিতে সমাজব্যবস্থা জন্ম নেয়। ব্যক্তির প্রত্যেক প্রকারের ক্রিয়া এবং মিথস্ক্রিয়া সামাজিক ব্যবস্থাকে বিকশিত করে না বরং বিভিন্ন পরিস্থিতির মোকাবিলাকারী ব্যক্তির

Scanned with CamScanner

অর্থপূর্ণ এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ ক্রিয়া, তাদের মধ্যেকার সামাজিক বন্ধনের ফলস্বরূপ সৃষ্টি হয়ে থাকে, সংগঠিত রূপই সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলে।

(৩) **ক্রমপর্যায়**—সামাজিক ব্যবস্থার নির্মাণকারী বিভিন্ন এককে ক্রমপর্যায় রূপে সম্পর্কিত হওয়া উচিত, যাতে একটি পৃথক সম্পূর্ণতা সত্তা গড়ে ওঠে।

(৪) **কার্যবাদী সম্পর্ক**—সামাজিক ব্যবস্থার বিভিন্ন এককের মধ্যে কার্যাত্মক সম্পর্ক থাকে। তারা সবাই গতিশীল ও ক্রিয়াশীলভাবে কিছু উদ্দেশ্য পূরণ করতে সাহায্য করে।

(৫) **সামাজিক ব্যবস্থা গতিশীল হয়ে থাকে**—পারসন্সের মতে, সামাজিক ব্যবস্থা সর্বদাই পরিবর্তিত হতে থাকে। তাই এটি একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। এই পরিবর্তনের কারণ আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উভয় হতে পারে। সামাজিক ব্যবস্থার নির্মাণ করবার বিভিন্ন অঙ্গ কার্যাত্মকরূপে এমনভাবে যুক্ত হয় যে একটি অঙ্গে পরিবর্তন হলে তার প্রভাব অন্য অঙ্গের ওপরও পড়ে। এই প্রকার সামাজিক ব্যবস্থা স্থির নয় একটি গতিশীল অবস্থা।

(৬) **পরিবেশ**—প্রত্যেক ব্যবস্থা কোনও না কোনও ভৌত পরিবেশে ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। অন্যভাবে, প্রত্যেক সামাজিক ব্যবস্থা একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক স্থান এবং কার্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই পরিবেশ এবং পরিস্থিতি অনুকূল এবং প্রতিকূল উভয়ই হতে পারে এবং এর প্রভাবও সামাজিক ব্যবস্থার ওপর পড়ে। সামাজিক ব্যবস্থা এর দ্বারাই নিজের ভারসাম্য বজায় রাখে। ভৌত পরিবেশ এবং পরিস্থিতিতে পরিবর্তন এলে সামাজিক ব্যবস্থাতেও পরিবর্তন হতে থাকে।

(৭) **সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার সাথে সম্পর্ক**—প্রত্যেক সামাজিক ব্যবস্থার সম্পর্ক কোনও না কোনও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার সাথে অবশ্যই থাকবে। সংস্কৃতিই সামাজিক সমস্যা, আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক এবং ক্রিয়ার অবস্থা এবং স্বরূপ প্রভৃতিকে সুনির্দিষ্ট করে। প্রথা, রীতি-নীতি, ধর্ম, আইন-কানুন প্রভৃতি (সাংস্কৃতিক পক্ষ) সামাজিক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করে। এইজন্য সামাজিক ব্যবস্থায় একতা এবং সাম্যতা উৎপন্ন হয়। এই সামাজিক ব্যবস্থা সংঘর্ষকে ঠেকাতে ও ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

(৮) **মানুষের চাহিদা পূরণ**—পৃথক পৃথক সমাজে সামাজিক ব্যবস্থায় ভিন্নতা পাওয়া যায়। কিন্তু তার উদ্দেশ্য একই থাকে। অর্থাৎ মানুষের প্রয়োজনসমূহ পরিপূরণ করা। এইজন্য পারসন্স লিখেছেন যে, সামাজিক ব্যবস্থা তার প্রয়োজনীয়তার পূরণ প্রকৃতির দ্বারা প্রেরিত কর্তা-ব্যক্তিদের মিথোস্ক্রিয়ার পরিণাম।

(৯) **স্বপোষিত**—পারসন্সের মতে, সামাজিক ব্যবস্থা স্বপোষিত হয়ে থাকে এবং এর স্থিরতা ও নিরন্তরতায় বাহ্যিক কারণের কোনও অবদান নেই।

(১০) **ব্যক্তিত্ব ব্যবস্থার সাথে সম্পর্ক**—পারসন্স তিন প্রকারের ব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন—(ক) ব্যক্তিত্ব ব্যবস্থা, (খ) সামাজিক ব্যবস্থা, (গ) সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা। মানসিক ব্যবস্থার ব্যক্তিত্ব ব্যবস্থা অর্থাৎ কর্তার আন্তরিক ব্যবস্থার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। ব্যক্তিদের বিভিন্ন সামাজিক ক্রিয়ার ফলস্বরূপ সমাজ গঠিত হয় এবং সামাজিক ক্রিয়াই ব্যক্তিত্ব ব্যবস্থা তৈরি হয়। এইভাবে দুটি ব্যবস্থার নির্মাণকারী উপাদান একই।

(১১) **পরিস্থিতি এবং উদ্দেশ্য**—প্রত্যেক ব্যবস্থার কোনও না কোনও উদ্দেশ্য অবশ্যই থাকে। এই উদ্দেশ্য পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে উদ্দেশ্যও পরিবর্তিত হতে থাকে। সামাজিক ব্যবস্থা বিভিন্ন উদ্দেশ্য পূরণ করতে সাহায্য করে।

(১২) **অভিযোজন**—সামাজিক ব্যবস্থায় অভিযোজনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিবেশ এবং তার আঙ্গিক পরিবর্তন হলে ব্যবস্থা নিজেকে সেই পরিবর্তনের সাথে অভিযোজিত করে নেয়। এর সম্পূর্ণ ব্যবস্থায় ভারসাম্য বজায় থাকে।

Scanned with CamScanner

(১৩) ভারসাম্য ও ব্যবস্থা—সামাজিক ব্যবস্থা গতিশীল হলেও সদাই ভারসাম্যযুক্ত এবং সুশৃঙ্খলিত হয়ে থাকে। এমন না হলে সম্পূর্ণ ব্যবস্থাই বিনষ্ট হয়ে যাবে।

(১৪) সম্পূর্ণতা—সামাজিক ব্যবস্থা একটি এককরূপ সম্পূর্ণতা পায়, তার পৃথক অস্তিত্ব থাকে। এই সম্পূর্ণতার নির্মাণ বিভিন্ন অঙ্গের পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্ক বা পর্যায়ক্রম দ্বারা হয়ে থাকে।

(১৫) সীমা—প্রত্যেক সামাজিক ব্যবস্থার নির্দিষ্ট সীমা থাকে। পরিসীমার ভিত্তিতে সামাজিক ব্যবস্থাকে সাংস্কৃতিক, মনোবৈজ্ঞানিক এবং জৈবিক ব্যবস্থা থেকে আলাদা করা যায়।

সামাজিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় শর্ত
(Essential Elements of Social System)

সামাজিক ব্যবস্থার নির্মাণকারী উপাদান কি?—এই কথাটি নিয়ে লুমিস এবং পারসন্সের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। চার্লস লুমিস সামাজিক ব্যবস্থার নিম্নলিখিত উপাদানের উল্লেখ করেছেন—

(১) বিশ্বাস এবং জ্ঞান (Beliefs and Knowledge)—সামাজিক ব্যবস্থা জ্ঞান এবং বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। এরই ওপর সামাজিক ব্যবহারের মধ্যে সাদৃশ্যতা, স্থিরতা এবং নির্দিষ্টতার পথে প্রগতি আসে।

(২) আবেগ (Sentiments)—আবেগ মানুষকে সামাজিক সম্পর্ক নির্মাণের জন্য প্রেরণা দেন। আবেগের জন্যই ব্যক্তি পারিবারিক, বৈবাহিক এবং মৈত্রির সম্পর্কে আবদ্ধ হয়।

(৩) প্রয়োজনীয়তা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য (Needs, Aims and Goal)—প্রত্যেক সামাজিক ব্যবস্থার জন্ম মানবের কোনও না কোনও প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের জন্য হয়ে থাকে।

সামাজিক ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক
(Aspects of Social System)

পারসন্স সামাজিক ব্যবস্থার তিনটি দিকের উল্লেখ করেছেন—

(ক) কাঠামোমূলক দিক,
(খ) কার্যমূলক দিক,
(গ) সংস্থামূলক দিক।

সামাজিক ব্যবস্থাকে বোঝাবার জন্য এই তিনটি ব্যবস্থাকে বোঝা একান্ত প্রয়োজন।

(১) সামাজিক ব্যবস্থার কাঠামোমূলক দিক (Structural Aspects of Social System) :

পারসন্স সামাজিক ব্যবস্থার কাঠামো নির্মাণ করবার জন্য নিম্নলিখিত চারটি উপাদানের উল্লেখ করেছেন—

(ক) জ্ঞাতি ব্যবস্থা (Kinship System)—সামাজিক ব্যবস্থার নির্মাণের ক্ষেত্রে জ্ঞাতি ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। জ্ঞাতি ব্যবস্থায় সমাজ দ্বারা স্বীকৃতি প্রাপ্ত সেই সকল সম্পর্ক উঠে আসে যা অনুমান এবং রক্তের সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। জ্ঞাতি ব্যবস্থার দ্বারাই সমাজে ব্যক্তিরা কিছু পরিস্থিতি এবং ভূমিকা লাভ করে। জ্ঞাতি ব্যবস্থার দ্বারা একটি সামাজিক প্রাণী প্রাণী অন্যান্য সামাজিক প্রাণীর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। জ্ঞাতি ব্যবস্থার দুটি প্রধান অঙ্গ—রক্তের সম্পর্ক এবং বৈবাহিক সম্পর্ক। যাদের সম্পর্ক যথাক্রমে পরিবার ও বিবাহের সাথে। জ্ঞাতি ব্যবস্থা সমাজব্যবস্থায় নিম্নলিখিত চারদিক থেকে সাহায্য করে।

(খ) জ্ঞাতি ব্যবস্থা প্রত্যেক সদস্যের ভূমিকা এবং পরিস্থিতি নির্ধারণ করে। উদাহরণস্বরূপ বাবা বা স্বামী হওয়ার পর ব্যক্তির কি ভূমিকা হবে, এটি এই ব্যবস্থার মাধ্যমেই বোঝা যায়।

Scanned with CamScanner

(গ) জ্ঞাতি ব্যবস্থা সামাজিক ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করে।

(ঘ) **জ্ঞাতি ব্যবস্থা নিষেধাজ্ঞা** (Incest Taboos)—কে নিয়ন্ত্রণ করে। এই নিষেধ অনুসারে, কিছু নিকট আত্মীয়দের মধ্যে যেমন—ভাই-বোন, পিতা-কন্যা, মা-পুত্র প্রভৃতির মধ্যে যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ। যৌন সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করা এবং তাদের সীমিত করে দেওয়া সমাজের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর অভাব সমাজে অনাবশ্যক হিংসা, প্রতিযোগিতা, সংঘাত ও চাপ তৈরি হবে যা সমাজব্যবস্থার জন্য খুবই ক্ষতিকারক।

(ঙ) **সামাজিক স্তরবিন্যাস** (Social Stratification)—এই সামাজিক ব্যবস্থা দ্বিতীয় কাঠামোমূলক দিক। সামাজিক স্তরবিন্যাস ভিত্তিতে ব্যক্তিদের পদ, পরিস্থিতি এবং ভূমিকা বিভাজিত হয়। এই ভিত্তিতে ব্যক্তির সমাজে উচ্চ বা নিম্ন পরিস্থিতি নির্ধারিত হয়। স্তরবিন্যাস ভিত্তিতে ব্যক্তিদের জন্ম এবং ভূমিকার অনুরূপ তার সম্পর্কও সুনিশ্চিত এবং নিয়মতান্ত্রিক হয়। স্তরবিন্যাস ভিত্তিতে ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীকে তাদের পদ এবং ভূমিকার অনুরূপ পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে।

(অ) **অর্থনৈতিক পুরস্কার ও প্রেরণা** (Economic Incentives)—মনোরঞ্জন বা চারুকলার প্রেক্ষিতে যে বস্তুসমূহ প্রয়োগ করা হয়, তা এই বিভাগের অন্তর্গত।

(আ) **সৌন্দর্যমূলক পুরস্কার বা প্রেরণা** (Aesthetic Incentives)—মনোরঞ্জন বা চারুকলার প্রেক্ষিতে যে বস্তুসমূহ প্রয়োগ করা হয়, তা এই বিভাগের অন্তর্গত।

(ই) **প্রতীকি পুরস্কার বা প্রেরণা** (Symbolic Incentives)—এর অন্তর্গত সেই সকল বস্তু রয়েছে যার দ্বারা ব্যক্তির আত্মসম্মান বৃদ্ধি পায় এবং তার অহমবোধের পরিতৃপ্তি ঘটে।

(ঈ) পারসন্স বলেন যে কোন সামাজিক ব্যবস্থাকে সুচারুরূপে কাজ করবার জন্য এই সকল প্রকারের পুরস্কার বা বিভিন্ন পরিবেশ, অবস্থাকে ধারণকারী ব্যক্তিদের মধ্যে বিষমরূপে বিতরণ হওয়া প্রয়োজন।

(৩) **শক্তি ব্যবস্থা** (Power System)—পারসন্স শক্তি ব্যবস্থাকে সামাজিক ব্যবস্থার তৃতীয় ধাপ বা তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ গঠনাত্মক দিক বলে স্বীকার করেছেন। সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য শক্তি ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন। শক্তি ব্যবস্থার শারীরিক ও মানসিক শক্তিও সম্মিলিত হয়। সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন ব্যক্তির শক্তি আপেক্ষিক হয়ে থাকে। কখনও কখনও শক্তি প্রাপ্তির জন্য মানুষের মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং সংঘাত দেখা যায়। এমন অবস্থায় সামাজিক ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী উপাদান তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু শক্তি বা ক্ষমতা ব্যবস্থা দ্বারা এই উপাদানকে দমন করে দেওয়া হয়।

(৪) **ধর্ম এবং মূল্যবোধের ঐক্য** (Religion and Value Integration)—সামাজিক ব্যবস্থার কাঠামোমূলক উপাদানে পারসন্স ধর্ম এবং মূল্যবোধের ঐক্যকেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। ধর্মই সমাজের মূল্যবোধ এবং স্বীকৃতির রক্ষা করে এবং সম্পূর্ণ সমাজকে একটি নৈতিক সূত্রে আবদ্ধ করে। এইভাবে সামাজিক মূল্যবোধও ব্যক্তির সম্পূর্ণ মনের প্রবৃত্তি, ব্যবহার এবং আচরণকে স্পষ্টরূপে প্রভাবিত করে এবং তারাই মানবক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে। পৃথক পৃথক বস্তু, বিষয় এবং পরিবেশের মূল্যায়ন বস্তুত সামাজিক মূল্যবোধের প্রেক্ষিতে হয়ে থাকে। এইভাবে সামাজিক মূল্যবোধ যে কোনও সামাজিক ব্যবস্থার অনিবার্যতা এবং ক্রিয়াশীলতার গুরুত্বপূর্ণ উপায়। মূল্যবোধের বিভিন্নতা এবং সংঘাতের সম্ভাবনার জন্য সামাজিক সমাবেশ ঘটে।

(২) সামাজিক ব্যবস্থার কার্যমূলক দিক (Functional Aspects of Social System) :

পারসন্স সামাজিক ব্যবস্থার কার্যাত্মক দিকের উল্লেখ করেছেন। যে কোন সমাজ ব্যবস্থার গঠনকে স্থায়িত্ব প্রদান করবার জন্য বা নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তাকে চার প্রকারের সমস্যা—অভিযোজন, উদ্দেশ্যপ্রাপ্তি, একত্রীকরণ এবং কাঠামোমূলক স্থায়িত্ব এবং চাপ নিয়ন্ত্রণের সমস্যাকে সমাধান করতে হয়।

Scanned with CamScanner

(১) **অভিযোজন** (Adaptation)—যে কোনও সামাজিক ব্যবস্থা শূন্যে স্থির থাকে না, বরং কোন না কোন পরিবেশে স্থিতিশীল এবং ক্রিয়াশীল থাকে। যে কোনও সামাজিক ব্যবস্থার সর্বপ্রথম সমস্যা তার চারপাশের পরিবেশের সাথে অভিযোজিত হয়ে যাওয়া। এই পরিবেশ দু প্রকারের—(ক) ভৌত বা ভৌগোলিক পরিবেশ এবং (খ) সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ।

সমাজ ব্যবস্থাকে নিজের অস্তিত্বের জন্য এই দুই প্রকারের পরিবেশের সাথেই অভিযোজিত হতে হয়। পরিবেশের সাথে অভিযোজিত করবার জন্য প্রত্যেক সমাজ ব্যবস্থার কাছে একটি বিশেষ প্রকারের যান্ত্রিকতা (Mechanism) থাকে। ভৌত পরিবেশের সাথে অভিযোজনের জন্য সমাজ ব্যবস্থা ভৌত, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সাহায্য নেয় এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশের অভিযোজনের জন্য কাঠামোগত আদর্শ, মূল্যবোধ এবং চিহ্নের সাহায্য নেয়। প্রত্যেক সামাজিক ব্যবস্থা কিছু উপগোষ্ঠী কার্যবাদী রূপ দ্বারা পরস্পর নির্ভর এবং সম্পর্কযুক্ত থাকে। এই নির্ভরশীলতা এবং সম্পর্ক সংগবন্ধতার জন্যই সমাজ বযবস্থাকে অন্যান্য ব্যবস্থার সাথে অভিযোজিত হতে হয়। এই অভিযোজন পরস্পর বিরোধী মূল্যবোধ এবং আদর্শের ওপর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে হয়ে থাকে। পরিবেশের সাথে অভিযোজনের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রধান মূল্যবোধের স্পষ্টিকরণ। মূল্যবোধে পাওয়া বিরোধীতার ঔচিত্য স্থাপন। স্বীকৃতি ব্যবহার কাঠামোর প্রতীকি এবং পরিপ্রেক্ষিতাত্মক পৃথকীকরণ এবং পরস্পর বিরোধী ব্যবহারকে সময়ানুসারে নিয়মিত করবার কাজ করা হয়।

(২) **উদ্দেশ্য প্রাপ্তি** (Goal Attainment)—সামাজিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব এবং অস্তিত্বের জন্য একটি প্রধান প্রয়োজনীয়তা হল তার সদস্যদের প্রয়োজনীয়তা বা উদ্দেশ্য পূরণ, প্রত্যেক সামাজিক ব্যবস্থায় কিছু উদ্দেশ্যকে গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকার করা হয়। এই উদ্দেশ্য পূরণের পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে সামাজিক ব্যবস্থা পরিবেশের সাথে অভিযোজিত হয়ে ওঠে এবং ব্যক্তিগণের চাহিদা পূরণ করতে পারে। সদস্যদের জৈবিক এবং মানসিক প্রয়োজনীয়তার পূরণের জন্য সামাজিক ব্যবস্থা তার সদস্যদের মধ্যে এমন প্রেরণার সঞ্চার করে যে তারা একে অপরের কাজে বাধা উৎপন্ন করে না এবং লক্ষ্য প্রাপ্তির জন্য স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহার করে।

(৩) **ঐক্যবদ্ধতা** (Integration)—সামাজিক ব্যবস্থার তৃতীয় কার্যমূলক প্রয়োজনীয়তা হল বিভিন্ন অঙ্গ ও উপাদানে একত্রীকরণ এবং সমন্বয় বজায় রাখা, কারণ সামাজিক ব্যবস্থার নির্মাণ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং মিথস্ক্রিয়ারত এককের দ্বারা হয়ে থাকে। অতএব এই একক বা উপব্যবস্থার লক্ষ্য, মূল্যবোধ ও আদর্শের মধ্যে বিভিন্নতার জন্য তাদের মধ্যে প্রতিরোধ জন্ম নেওয়ার সম্ভাবনা গড়ে ওঠে। যদি সামাজিক ব্যবস্থার বিভিন্ন অঙ্গের কার্য অপরের পরিপূরক এবং পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত না হত তবে ব্যবস্থার মধ্যে অনিবার্যতা ও স্থায়িত্ব বজায় থাকতে পারে না এবং ভারসাম্যহীনতার সমস্যা উৎপন্ন হবে। সামাজিক ব্যবস্থার এই সমস্যার সমাধান তার একত্রীকরণেই লুকিয়ে আছে যা বিভিন্ন ইতিবাচক এবং নেতিবাচক নিয়ম তৈরি করে। এই নিয়মের জন্য বিভিন্ন উপগোষ্ঠী এবং উপকাঠামোর মধ্যে সামঞ্জস্য এবং স্থায়িত্ব তৈরি থাকে।

(৪) **কাঠামোর স্থিতিশীলতা ও চাপ নিয়ন্ত্রণ** (Pattern Maintenance and Tension Management)—সামাজিক ব্যবস্থার চতুর্থ ও সর্বশেষ প্রয়োজনীয়তা ব্যবস্থার বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও কাঠামো বজায় রাখা এবং প্রয়োজনে তাদের মধ্যে উৎপন্ন চাপসমূহকে দূর করা। ভূমিকা এবং সম্পর্কের প্রতিষ্ঠার দ্বারা বিভিন্ন অঙ্গো কার্যমূলক একতা বজায় রাখা যায়। ব্যবহারের সুনিশ্চিত আকার দ্বারা ব্যক্তিত্ব এবং সাংস্কৃতিক স্তরকে সুসংগঠিত এবং নিয়মিত করা হয়। চাপ নিয়ন্ত্রণের সমস্যা কেবল সামাজিক ব্যবস্থার স্তরে নয় বরং সাংস্কৃতিক ও ব্যক্তিত্ব স্তরেও হয়ে থাকে। ব্যক্তিত্বর মূল্যবোধ, মানসিক প্রবৃত্তি এবং আবেগের মধ্যে পার্থক্যের জন্য ব্যবস্থায় চাপ সৃষ্টি হয় এবং তাদের মধ্যে বিরোধিতাও উৎপন্ন হতে পারে। সাংস্কৃতিক মূল্যবোধে পার্থক্যের জন্য সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার স্তরেও এমন চাপই উৎপন্ন হতে পারে। সামাজীকীকরণ পদ্ধতির দ্বারা সামাজিক ব্যবস্থা বিভিন্ন স্তরে সৃষ্ট চাপকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি সেই সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে গ্রহণ করে যার ভিত্তিতে বিভিন্ন অঙ্গ সুনিশ্চিত কাঠামো গঠন করে।

Scanned with CamScanner

পন্থী দ্বারা নির্মিত যা প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা গ্রহণ করে। ন্যাডেলের মতোই গার্থ এবং মিলস্‌ও মনে করেন সামাজিক কাঠামো কোন জমে থাকা বা স্থির নয়, তারা স্থির অথবা গতিশীল হতে পারে, তাদের শুরু হয়, শেষ হয়, একতার ভিন্ন-ভিন্ন মাত্রা থাকে, তারা ধ্বংস হতে পারে।

আধুনিক সমাজতত্ত্বে **পারসন্স** কাঠামোমূলক বিশ্লেষণের বেশ বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি সামাজিক কাঠামোকে "সামাজিক মিথোস্ক্রিয়ার স্থির ব্যবস্থা" রূপে সংজ্ঞা দিয়েছেন। তার ব্যবস্থা বিশ্লেষণের কাঠামোমূলক মডেল যান্ত্রিক এবং জৈব মডেলের সংমিশ্রণ।

ট্যালকট পারসন্সের সামাজিক ব্যবস্থার তত্ত্ব
(Talcott Parsons Social System Theory)

পারসন্স এবং মিলস্‌ সামাজিক ব্যবস্থার নিম্ন রূপে সংজ্ঞা দিয়েছেন—(১) দুইজন বা দুজনের বেশি ব্যক্তির মধ্যে মিথোস্ক্রিয়ার প্রক্রিয়া সামিল ছিল, (২) এতে পরিস্থিতির সঙ্গে ব্যক্তি-কর্তার অভিমুখন ঘটে, যা অন্য ব্যক্তিদের সাথে সম্মিলিতরূপে গঠিত হয়, (৩) সামাজিক ব্যবস্থা নির্মাণকারী ভাগ বা অংশে আভ্যন্তরীণ নির্ভরশীলতা পাওয়া যায়।

পারসন্স 'ক্রিয়া' (Action)-কে ব্যবস্থার নির্মাণকারী খণ্ড (Building Block) বলে স্বীকার করেছেন। ক্রিয়া সেই কাঠামো এবং প্রক্রিয়া দ্বারা নির্মিত হয়। যার দ্বারা মানুষ অর্থপূর্ণ উদ্দেশ্য স্থির করে এবং সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে তাকে কার্যকরী করা। সামাজিক ব্যবস্থা মানবক্রিয়া ব্যবস্থার একটি প্রাথমিক উপব্যবস্থা। অন্যান্য তিনটি উপব্যবস্থা হল—সাংস্কৃতিক, ব্যক্তিত্ব এবং প্রাণীবিদ্যার ব্যবস্থা, কারণ এরা একে অপরকে প্রভাবিত করে, অন্যান্য তিনটি ক্রিয়া ব্যবস্থার প্রত্যেক সামাজিক ব্যবস্থার পরিবেশের একটি ভাগ তৈরি করে।

ব্যবস্থা তত্ত্বের বিশ্লেষণ আমরা এভাবে করতে পারি—(১) সামাজিক ব্যবস্থা ব্যক্তিদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া (Interaction) দ্বারা তৈরি হয়। (২) প্রত্যেক সদস্য অন্য কর্তা-ব্যক্তির এবং তার সাথেই নিজেরও কর্তা এবং অভিমুখনের বস্তুও বটে। (৩) কর্তা-কোনও একটি লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যসমূহের সেট (set)-এর পূরণের প্রচেষ্টা চালায়। (৪) কর্তা ব্যক্তিকে বিভিন্ন পরিস্থিতি অনুযায়ী অবস্থা যেমন সামাজিক পরিবেশ এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণবিধির সম্মুখীন হতে হয়। (৫) কর্তার পরিস্থিতির সাথে অভিমুখন প্রেরণাত্মক এবং মূল্যবোধসম্পন্ন উভয়ই হয়ে থাকে।

প্রাতিষ্ঠানীকরণ (Institutionalisation)-এর ধারণা পারসন্সের ধারণা থেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সংস্থায়নের সামাজিক ব্যবস্থাকে মৌলিক একত্রীকরণের পদ্ধতি বলে মনে করেন। তিনি ব্যবস্থাকে একটি প্রক্রিয়া এবং কাঠামো উভয় রূপেই দেখেছেন। সংস্থায়ন সামাজিক কাঠামো কে শুধুমাত্র তৈরী করে না তাকে বজায়ও রাখে। কর্তা দ্বারা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং বিশ্বাসের আত্মস্থকরণ (Internalisation) সংস্থায়নের প্রাথমিক ভিত্তি।

সেই সকল সংস্থা যা মূল্য অভিমুখ কাঠামোকে নিজের মধ্যে সম্মিলিত করে রাখে—তা হল নিম্নরূপ—(১) সম্পর্কমূলক সংস্থা (Relational institutions), মিথস্ক্রিয়াত্মক সম্পর্কের কাঠামো ব্যবস্থা এই প্রতিষ্ঠান দ্বারাই গঠিত হয়। (২) নিয়ামক সংস্থা (Regulative institutions) সাধনাত্মক। অভিব্যক্তি-সম্পর্কিত এবং অহং-একত্রীকরণ সম্পর্কিত স্বার্থ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই সামগ্রিক একত্রীকরণকে সুবিধাজনক হিসাবে নির্মাণকারী সংস্থার শ্রেণি। (৩) সাংস্কৃতিক সংস্থা (Cultural institutions)—বিশ্বাস, অভিব্যক্তি-সম্পর্কিত চিন্তা এবং নৈতিক মূল্য অভিমুখন দ্বারা সম্পর্কযুক্ত কাঠামো যা সাধারণ সাংস্কৃতিক অভিমুখন প্রদান করে।

সম্বন্ধমূলক প্রতিষ্ঠান পারস্পরিক ভূমিকা—প্রতীক্ষাকে সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং এইভাবে সামাজিক ব্যবস্থার প্রধান ভাগ তৈরি হয়। নিয়ামক প্রতিষ্ঠানগুলি স্বার্থ পূরণের প্রযুক্ত বৈধ উৎসকে অর্থ দেয়। সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, যা সামাজিক সম্পর্কের জন্য সতত বাহ্যিক হলেও সাংস্কৃতিক কাঠামোর সাথে সম্পর্কযুক্ত দায়িত্ব এবং প্রধান প্রধান অভিমুখকে অর্থ প্রদান করে।

Scanned with CamScanner

পারসন্স সেই চারটি মৌলিক কাজের উল্লেখ করেছেন, যা প্রত্যেক সামাজিক ব্যবস্থায় সংগঠিত হওয়া চাই। এইভাবেই সামাজিক ব্যবস্থা চাপ, প্রতিকূলতা বা বিশৃঙ্খলার পরিস্থিতি থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে। এই উদ্দেশ্য পূরণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সামাজিক বযবস্থা চার প্রকারের কাজ সম্পাদন করে তাকে—

(১) অভিযোজনের বা অভিযোজিত হওয়ার কাজ (Function of adaptation)— সরলরূপে বিক্রয় বা অধিকারযোগ্য উৎস উৎপন্ন করা ও সুনির্দিষ্ট ?

(২) উদ্দেশ্য প্রাপ্তি বা লক্ষ্যপ্রাপ্তির কাজ (Function of Goal-attainment)—সামগ্রিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বা লক্ষ্যপ্রাপ্তির জন্য সমাজের ক্ষমতা সর্বোচ্চ মানে বৃদ্ধি করা।

(৩) একত্রীকরণ বা ঐক্যবন্ধ রাখার কাজ (Function of integration)—প্রেরণাত্মক বা সাংস্কৃতিক বা প্রতীকি উপাদানকে একটি সুনিশ্চিত ক্রমপর্যায়ের ব্যবস্থাকে ঐক্যবন্ধ করা।

(৪) আকৃতি বা কাঠামো রক্ষা এবং চাপ নিয়ন্ত্রণ কাজ (Function of pattern maintenance and tension management)—সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের অনুরূপতার জন্য সমুচিত প্রেরণা তৈরি রাখা, একরূপতাকে পুরস্কৃত করা এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী মোচন ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করা।

বব জেসপ (Bob Jesop) পারসন্স দ্বারা বর্ণিত উপরোক্ত চারটি প্রকারের কার্যের সম্পর্কে নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন। নিম্নরূপ প্রত্যেক সামাজিক ব্যবস্থাকে চারটি কাঠামোগত সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। এই সমস্যা কাঠামো রক্ষণ (দেখাশোনা), ঐক্যবন্ধতা ও লক্ষ্য প্রাপ্তি এবং অভিযোজন। কাঠামো রক্ষণ সামাজিক ব্যবস্থার মৌলিক মূল্যবোধের রক্ষণ এবং সুদৃঢ়তা প্রদান করে এবং চাপ, যা এই মূল্যবোধের প্রতি অবিরাম প্রতিবন্ধকতা থেকে উঠে আসে, দূর করার প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কযুক্ত, ঐক্যবন্ধতা, অধিকার এবং দায়িত্ব ও পুরস্কার সুযোগ-সুবিধা বোঝায়, যাতে সামাজিক ব্যবস্থার সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক সৌহার্দপূর্ণ থাকে। লক্ষ্যপ্রাপ্তি, কর্তা এবং উৎসকে বিশেষ লক্ষ্য প্রাপ্তির জন্য সংগঠিত প্রক্রিয়ায় গতিশীল রাখতে চায়। পারসন্সের পরিকল্পনা অনুসারে সামাজিক ব্যবস্থা রূপে একটি ফ্যাক্টরির বিশ্লেষণ আমরা নিম্নরূপে করতে পারি—

(ক) অভিযোজন সম্পর্কিত কাজ—আলো, বাতাস, খাদ্যবস্তু সম্পর্কিত পরিষেবা, সমুচিত মেশিন এবং কাজ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয়তা দেখায়।

(খ) লক্ষ্যপ্রাপ্তি সম্পর্কিত কাজ—দেহজ, উৎপাদন, উৎপাদিত পণ্য বিক্রি, অনুসন্ধান, কার্যকলাপ।

(গ) ঐক্যবন্ধতার ক্ষেত্রে কাজ—প্রবন্ধ, শ্রমপরিষদ, ক্লাব, প্রকাশন এবং জন সম্পর্ক, মনোরঞ্জনমূলক এবং সামাজিক ঘটনা, বীমা এবং শ্রম-কল্যাণ ইত্যাদি।

(ঘ) কাঠামো সংরক্ষণ এবং চাপ নিয়ন্ত্রণ কাজ—প্রশিক্ষণ, অভিযোজন, সূত্র, পদ-নির্ধারণ, বেতন-কাঠামো, পদোন্নতি, বেতন বৃদ্ধি এবং বোনাস, অনুশাসনমূলক নিয়ন্ত্রণ, অভিযোগ ব্যবস্থা।

ক্রিয়াতেই কর্তা ব্যক্তি এবং তার সাথেই কর্তা ব্যক্তির পরিস্থিতির অভিযোজন (orientation) সম্পর্কিত রয়েছে। পারসন্সের ক্রিয়া-স্বরূপ (বর্গীকরণ, Typology) দুটি এবং দ্বিভাগ পর্যায় (Dichotomies) কে স্বীকৃতি দেন।

(১) বাহ্যিক আভ্যন্তরীণ দ্বিভাগীকরণ (External Internal dichotomy)—এর ওপর নির্ভর করে যে ক্রিয়া সামাজিক অবস্থার বাহ্যিক না আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি এবং অভিমুখ।

(২) উৎস-পরিপূর্ণতা সম্পর্কিত দ্বিভাগীকরণ (Instrumental Consummatory dichotomy)—পূর্বের দ্বিভাগীকরণ সেই কার্যাবলিকে প্রকাশ করে যা লক্ষ্যপ্রাপ্তির প্রতিনিধিত্ব করে এবং পরবর্তী কার্যাবলি বা নিজেই একটি পদ্ধতি বা পন্থা।

Scanned with CamScanner

এই দুটি বিভাগীকরণের ব্যবচ্ছেদে (Intersection) উপর বর্ণিত প্রাথমিক ক্রিয়ার সাথে ক্রিয়ার আরোও অন্যান্য ক্ষেত্রকে ইঙ্গিত করে।

এ (A)—অভিযোজন ; জী (G)—লক্ষ্যপ্রাপ্তি, আই (I)—ঐকাবদ্ধতা এল (L) ঃ মৌলিক রূপে একে অপ্রকাশিত বলা হয়েছে। এইজন্য L -এর প্রয়োগ করা হয়েছে কিন্তু এখন একে কাঠামো অনুরক্ষণ এবং চাপ-নিয়ন্ত্রকরূপে সংশোধিত করেছে।

কাঠামো বিকল্প
(Pattern Variables)

পারসন্স তার নিজের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "*The Social System*"-এ কাঠামো বিকল্প (Pattern Variable)-এর ধারণা প্রস্তুত করেছেন। তিনি সামাজিক ব্যবস্থার প্রধান দুটি প্রকারভেদের উল্লেখ করেছেন—(১) ঐতিহ্যগত সামাজিক ব্যবস্থা ; (২) আধুনিক সামাজিক ব্যবস্থা। এই উভয় প্রকারের ব্যবস্থায় স্থায়িত্ব এবং ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট কাঠামো বিকশিত হয়। সমাজে ব্যক্তি থেকে এটি আশা করা যায় যে তারা এই কাঠামো অনুরূপ ব্যবহার করে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এটি করতে থাকবেন ততক্ষণ। সমাজে ভারসাম্য বজায় থাকবে। কিন্তু ব্যক্তি সর্বদাই কাঠামো অনুসারে ব্যবহার করে, এটা কোনও আবশ্যকীয় শর্ত নয়। কিছু এমন কাঠামো থাকে যা ব্যক্তির বাস্তব ব্যবহারকে প্রভাবিত করে। একেই পারসন্স কাঠামোগত বিকল্প নাম দিয়েছেন।

ব্যক্তি তার প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য যখন লক্ষ্য এবং উপায় নির্বাচন করে তখন তার সামনে দ্বিধাময় পরিস্থিতি থাকে। তার সামনে বিকল্প নিয়ে দ্বিধা জন্ম নেয়। ব্যক্তিকে ক্রিয়া করবার সময় বিকল্প থেকে নির্বাচন করতে হয়। কারণ, এই বিকল্প জোড়রূপে পাওয়া যায়। অভাব কর্তাকে দুজনের মধ্যে থেকে নির্বাচন করতে হয়। ব্যক্তি কোন বিকল্প নির্বাচন করে এটি তাদের অভিমুখ (Orientation), আত্মস্বীকৃত মূল্যবোধ ব্যবস্থা এবং পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। এই ভিত্তিতে ব্যক্তি দুটি বিকল্পের মধ্যে থেকে একটিকে প্রাথমিক গুরুত্ব দেয়। এই কাঠামোগত বিকল্প সকল সমাজেই পাওয়া যায়। কারণ, এই কাঠামোগত বিকল্প দুটি বিরোধী অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত যা কর্তার আগ্রহ প্রকাশ করে। অতএব পারসন্স এদের জোড় (pairs) রূপে ব্যক্ত করে। এটি পাঁচটি জোড় হল নিম্নরূপ—

(১) ফলপ্রসূ এবং ফলপ্রসু নিরপেক্ষতা (Affective Versus Affective Neutrality)— এইভাবে বিকল্পের সম্পর্ক কর্তার আভ্যন্তরীণ প্রেরণা বা প্রয়োজনীয়তার সন্তুষ্টির ঘটায়। কর্তার আভ্যন্তরীণ প্রেরণা বা তার ক্রিয়াকে আরও ফলপ্রসূ করে। ওয়েবার শাসকের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে, যদি সেই অধিকারীদের নির্বাচন করবার সময় এই কথাটির বিশেষভাবে খেয়াল রাখেন যে কে তাঁর সবচেয়ে কাছের মানুষ, কে তার প্রতি নিষ্ঠা ও সম্মান প্রদর্শন করেন এবং সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি কে—এই সকল ক্রিয়া বা নির্ণয় বা সিদ্ধান্তই ফলপ্রসূ নামে পরিচিত। এর অন্যদিকে, যদি ওই পদাধিকারীর নির্বাচনের সময় তাদের ক্ষমতা ও যোগ্যতার ওপরই প্রধানত মনোযোগ দেন, তবেই তার সিদ্ধান্তকে নিরপেক্ষ ফলপ্রসূ সিদ্ধান্ত বলা যাবে। সৈন্যবাহিনী থেকে এটি আশা করা যায় যে, তারা ফলপ্রসু আকর্ষণ, এমনকি নিজের জীবনের তোয়াক্কা না করে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মোকাবিলা করে, নিজের কর্তব্য পরায়ণতার পরিচয় দেন। তাদের এমন আচরণ নিরপেক্ষ অনুরাগের উদাহরণ। নিরপেক্ষ অনুরাগের পরিস্থিতি কর্তাকে নিজের সন্তুষ্টির বদলে সমাজের নিয়ম প্রধানত খেয়াল রাখতে হয়। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় নিরপেক্ষ ফলপ্রসূতার জোড় দেওয়া হয়।

(৩) স্বকেন্দ্রিক বনাম গোষ্ঠীকেন্দ্রিক (Self-orientation versus Collectivity)—বিকল্প সম্পর্কিত এই দ্বিধা সেই সামাজিক কাঠামো বা পারস্পরিক আশার ওপর নির্ভর করে, যা কর্তার স্বার্থ পূরণের জন্য বেছে নেওয়া উপায় বা পন্থাকে বৈধতার স্বীকৃতি দেয় বা তাকে গোষ্ঠীর স্বার্থে কাজ করতে বাধ্য করে। উদাহরণস্বরূপ, দোকানদার তার

Scanned with CamScanner

বস্তুসমূহের গুণকে বাড়িয়ে চড়িয়ে প্রকাশ করে যাতে তাঁর বস্তু বিক্রি হয়ে যায়। তার এই প্রকার কার্যাবলী স্ব-কেন্দ্রিক শ্রেণির। কিন্তু তার রোগীদের এটি বলেন যে, তার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট পথা কি ? যদিও তিনি রোগীর অপারেশন করে যথেষ্ট অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন করেন। যদি তিনি রোগীকে সঠিক পন্থা বলে দেন তবে তার এই ব্যবহার গোষ্ঠীকেন্দ্রিক ব্যবহার।

এর দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে কর্তার ক্রিয়া একদিকে ব্যক্তি স্বার্থের কথা অন্যদিকে, গোষ্ঠী স্বার্থের কথা মাথায় রেখেই নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রথম শ্রেণির ক্রিয়া স্ব-কেন্দ্রিক বা আত্ম-কেন্দ্রিক এবং দ্বিতীয় প্রকারের ক্রিয়াকে গোষ্ঠী কেন্দ্রিক বলা হয়। পারসন্স বলেছেন যে, যদি পদাধিকারী ব্যবস্থার অন্তর্গত অধিকতর অধিকারী, অধিকারীতন্ত্রের ব্যবহার নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য করেন। তবে এটি আমলাতন্ত্রের আত্মকেন্দ্রিক রূপ। যদি অধিকাংশ আমলা তাদের অধিকারের প্রয়োগ গোষ্ঠী, সমাজের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে করেন তবে তা গোষ্ঠীকেন্দ্রিক বলে বিবেচিত হবে।

(৩) **বিশিষ্ট বনাম সার্বজনীনতাবাদ** (Particularism versus Universalism)—বিশিষ্ট বিকল্পের অন্তর্গত কর্তা বা ব্যক্তি ব্যক্তিবাদী পদ্ধতিতে চিন্তা করে। ঐতিহ্যগত সামাজিক ব্যবস্থায় এই প্রকারের পরিবেশ পাওয়া যায়, যার উল্টোদিকে যদি অধিকাংশ কর্তা বিশিষ্ট প্রক্রিয়ার বদলে সার্বজনীন কাঠামো দ্বারা প্রেরিত হয়ে তিনি নিজ স্বার্থ এবং গোষ্ঠী স্বার্থেরও উর্দ্ধে উঠে সম্পূর্ণ সমাজের সেবায় নিজেকে নিয়োগ করেন, তখন তাকে সার্বজনীন বিকল্পের সংজ্ঞা দেওয়া যায়। এই ধরনের পরিস্থিতি আধুনিক সমাজে দেখতে পাওয়া যায়। একজন অধ্যাপকের কাছে এটা আশাপ্রদ যে, তিনি নিরপেক্ষভাবে ছাত্রছাত্রীদের ক্রমবন্টন করে দেবেন, যদি তিনি এমন করেন তবে তার কাজ বিমূর্ত। সাধারণ, সার্বজনীন তত্ত্বের অনুরূপ হবে। কিন্তু ক্রমবন্টনের সময় যদি একই শ্রেণিকক্ষে তার নিজের ছেলে বা বন্ধুপুত্রের প্রতি পক্ষপাত সম্পর্কের কথা মাথায় রেখে, পক্ষপাতদুষ্টতার পরিচয় দেন অর্থাৎ বিশিষ্ট বিকল্পের কথা মাথায় রেখে তিনি আলাদা আলাদা ছাত্রছাত্রীর সাথে নিজ সম্পর্কের ভিত্তিতে ক্রিয়া করেন। যদি একজন মহিলা বিচারকের সম্মানীয় পদে কাজ করেন, তবে বিচারের সময় তাকে শেষ বিচার দেওয়ার সময় নিরপেক্ষ থাকতে হবে। কিন্তু এই মহিলাই ঘরে স্বামীর প্রতি বিশিষ্ট বিকল্প অনুসারে ব্যবহার করবেন নতুবা তা হবে বিশ্বাসঘাতকতা।

(৪) **জন্মগত গুণ এবং অর্জিত কার্য** (Quality Versus Performance)—এই বিকল্পকে প্রথমে প্রদত্ত অর্জিত নামকরণ করা হলেও এখন একে গুণ (Quality) বনাম অর্জিত কাজ বা প্রতিপাদন (Performance) এই নামে জানা যায়। ঐতিহ্যগত সামাজিক ব্যবস্থায় গুণের (জন্মগত) বিশেষ গুরুত্ব ছিল। অর্থাৎ ব্যক্তিদের বিশেষ গুণাবলি যেমন—বয়স, লিঙ্গ, বর্ণ, বংশ, জাতি, রাষ্ট্রীয়তা প্রভৃতির ভিত্তিতে পরিচিত প্রদান করা হত। উদাহরণস্বরূপ, সেই সময় রাণার ছেলেই রাজা হতে পারতেন। এই পদ ছিল বংশানুক্রমিক। ভারতীয় সমাজে সামাজিক স্তরীকরণ-এর প্রধান ভিত্তি ছিল জন্মগ্রহণ এবং জাতি। অর্জিত গুণের বিকল্প অনুসারে ব্যক্তিদের তাদের ক্ষমতা বা যোগ্যতার ভিত্তিতে পরিভাষিত করা হয়। আধুনিক আমলাতন্ত্রে আধিকারিক আমলাদের নির্বাচন মানুষের যোগ্যতা এবং পরীক্ষা অর্থাৎ অর্জিত গুণের ভিত্তিতে করা হয়। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় অর্জিত গুণেরই বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আজ প্রফেসার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রশাসক প্রভৃতি হওয়া ব্যক্তির যোগ্যতা ও প্রচেষ্টার ওপর নির্ভর করে, জন্ম বা জাতির ওপর নয়। এমন বিকল্পের ভিত্তিতে ব্যক্তিকে প্রদত্ত এবং অর্জিত গুণ প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

(৫) **ব্যাপকতা বনাম বিশিষ্টতা** (Diffuseness Versus Specificity)—এটি বস্তুর কর্তার সাথে সম্পর্ককে অর্থবহ করার সম্পর্কিত দ্বিধা। এতে এটা বলা হয়েছে যে, একদিকে কর্তার সঙ্গে বস্তুর সম্পর্কের ক্ষেত্রটি বিস্তীর্ণ ও পূর্ব নির্ধারিত নয়, যা বহুমুখী জীবন পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে এই সম্পর্ক ক্ষেত্রটি সম্মিলনের দৃষ্টিতে বিশেষরূপে সীমিত। উদাহরণস্বরূপ আধুনিক ফ্যাক্টরিতে শিল্পপতি ও শ্রমিকের মধ্যে সম্পর্ক বিশেষ। কারণ পরিষেবা বোঝাপড়াও বিশেষভাবে বর্ণিত কথা ছাড়া একে অপরের প্রতি কোনও দায়িত্ব নেই। জমিদার বা মালিকদের প্রতি দায়িত্ব অসীম। এইভাবে দুটি বন্ধু এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের মাঝে অনেক সীমাবর্জিত দায়িত্ব রয়েছে। একেই উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করে পারসন্স বলেছেন যে, ঐতিহ্যগত সামাজিক ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্রের কাঠামোতে কোন স্পষ্ট শ্রমবিভাজন

Scanned with CamScanner

পাওয়া যায় না। একজন অধিকারী বা আমলা একে অপরের থেকে ভিন্ন প্রকৃতির কাজ বেশ কিছু সময় একই সাথে করে থাকে, যেমন—প্রশাসনিক, ন্যায়িক, ধর্মীয়, সামাজিক প্রভৃতি। এই ব্যাপকতা বিকল্প সম্পর্কিত কাজ। অন্যদিকে, আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্রের শ্রমবিভাজন পরিষ্কার দেখা যায়। এর আগ্রহ বিশিষ্টতার দিকে। আজ প্রত্যেক ব্যক্তির পদ এবং তার সাথে সম্পর্কিত কাজের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় বা বিশিষ্টতার বিকল্প অনুরূপ।

পারসন্সের প্রতিমানিত বিকল্প বা কাঠামোগত বিকল্পর উপরোক্ত পরিকল্পনা সামাজিক ব্যবস্থার সাথে প্রধানত সম্পর্কযুক্ত। ব্যক্তি বা কর্তা ক্রিয়া করবার সময় বিকল্পের জোড়গুলির মধ্যে থেকেও কোনও একটি নির্বাচন করে এবং ক্রিয়া করে। এটি সামাজিক ব্যবস্থার প্রকারভেদের ওপর নির্ভর করে এবং ক্রিয়া করবার সময় দুটি বিকল্পের মধ্যে কোন বিকল্পকে নির্বাচন করবে। যদি সামাজিক ব্যবস্থার কাঠামো ঐতিহ্যবাদী হয় তবে ব্যক্তির উৎসাহ ফলপ্রসূতা, স্বকেন্দ্রিকতা, বিশেষত্ব (ব্যক্তিবাদীতা), গুণ বা প্রদত্ত পরিস্থিতি এবং ব্যাপকতার দিকে হবে। যদি সামাজিক ব্যবস্থার কাঠামো আধুনিক হয়, তবে ক্রিয়া করবার সময় ব্যক্তি নিরপেক্ষতা, গোষ্ঠী-কেন্দ্রিকতা, সার্বোজনীনতা, অর্জিত গুণ বা পরিস্থিতি এবং বিশিষ্টতার গুণ সম্পন্ন হয়ে থাকে। কাঠামোগত বিকল্পের এই বিবেচনার ভিত্তিতে পারসন্স সামাজিক ক্রিয়া এবং সামাজিক ব্যবস্থার বিভিন্ন দিককে স্পষ্ট করেছেন।

ব্যবস্থা এবং উপব্যবস্থা
(Systems and Subsystems)

পারসন্সের সাধারণ ব্যবস্থা তত্ত্ব বাস্তবের চারটি বিভিন্ন দিককে স্বীকৃতি দেয়। এটি হল—সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ব্যক্তিত্ব এবং ব্যবহারযুক্ত সাবয়ব। বাস্তবের এই চারটি ক্ষেত্রের অনুরূপ চারটি ক্রিয়ার উপব্যবস্থা আছে—সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ব্যক্তিত্ব এবং প্রাণীবিদ্যার ব্যবস্থা যা বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিতে পৃথকযোগ্য এবং পারস্পরিক ক্ষেত্রে অপরিবর্তনীয় (অখণ্ডনীয়)। সামাজিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ মিথস্ক্রিয়া প্রক্রিয়া দ্বারা সূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণাত্মক রূপে নিরূপণ যোগ্য। অন্যান্য তিনটি ব্যবস্থা সামাজিক ব্যবস্থার পরিবেশ কিন্তু এই চারটি একই সময়ে ক্রিয়ার উপব্যবস্থা।

সামাজিক ব্যবস্থা
(Social System)

পারসন্সের মতানুসারে, সামাজিক ব্যবস্থা অনেক ব্যক্তি ও কর্তা দ্বারা নির্মিত হয়ে থাকে, যা এমন একটি পরিস্থিতিতে একে অপরের সাথে অন্তঃক্রিয়া বা মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত হয়, যার কমপক্ষে একটি ভৌত বা পরিবেশের দিক থাকে। এতে ব্যক্তির সন্তুষ্টি সর্বাধিক পূরণ হেতু প্রেরিত হয় এবং নিজ পরিস্থিতি এবং অন্যান্য ব্যক্তির সাথে তার সম্পর্ক সাংস্কৃতিকভাবে গঠিত এবং সহবিভাজিত চিহ্ন অনুসারে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে বা মধ্যস্থিত হয়েছে। এটা স্পষ্ট যে সামাজিক ব্যবস্থা ব্যক্তিগত উপাদানের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়। সামাজিক ব্যবস্থা সুনিশ্চিত ব্যক্তি এবং সামগ্রিকতা সম্পূর্ণ ক্রিয়া দ্বারা নির্মিত না হয়ে কেবল বিশিষ্ট ভূমিকায় তাদের ক্রিয়া দ্বারা নির্মিত হয়।

সামাজিক ব্যবস্থার সারবস্তু কাঠামোগত আদর্শমূলক ব্যবস্থা যার মাধ্যমে একটি জনসংখ্যার জীবন সামগ্রিকতারূপে সংগঠিত হয়। একটি ব্যবস্থারূপে এতে মূল্যবোধ এবং বিভেদিকৃত এবং বিশেষিকৃত আদর্শ এবং মানদণ্ডের সমাবেশ হয়। একটি সামগ্রিকতারূপে এটি সদস্যদের কাঠামোগত ধারণা প্রকাশ করে, যা সদস্য এবং অ-সদস্যদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে। সামাজিক ব্যবস্থার একটি খোলামেলা ব্যবস্থা আছে যেখানে নিজের পরিবেশের সাথে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া চলতে থাকে এবং এর সাথেই আন্তরিক/আভ্যন্তরীণ উপাদানের মধ্যে পারস্পরিক পরিবর্তন হতে থাকে।

সামাজিক ব্যবস্থার একক (Units of Social System)—এখানে চিন্তাভাবনা করবার মতো প্রশ্ন আছে যে সামাজিক ব্যবস্থার একক (Units) কি ? অত্যন্ত সরলরূপে সামাজিক ব্যবস্থার একক হল ক্রিয়া, কিন্তু সমাজব্যবস্থার বৃহৎস্তরীয়

Scanned with CamScanner

করে। এই চারটি ব্যবস্থায় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত দেওয়া নেওয়া পরিবর্তিত হতে থাকে। এটা স্পষ্ট যে এই চারটি ব্যবস্থা একে অপরকে প্রভাবিত করে। এখানে আগে ক্রিয়ার উপব্যবস্থাকে দেখানো হয়েছে :

ক্রিয়ার উপব্যবস্থা (Subsystems of Action)			
সামাজিক ব্যবস্থা	সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা	ব্যক্তিত্ব ব্যবস্থা	প্রাণীজ ব্যবস্থা
ঐক্যবদ্ধতা সম্পর্কিত	কাঠামো সংরক্ষণ ও চাপনিয়ন্ত্রণ	লক্ষ্য প্রাপ্তির	অভিযোজন সম্পর্কিত
উপব্যবস্থা	উপব্যবস্থা	উপব্যবস্থা	উপব্যবস্থা
সামগ্রিকতা বা গোষ্ঠীবদ্ধতা	সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ	রাজতন্ত্র	অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

এইভাবে পারসন্স চারটি ভাগে উপব্যবস্থাকে সমাজের প্রতিষ্ঠান বা কাঠামোমূলক উপব্যবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছে।

সমালোচনা (Criticism)—সমালোচকগণ পারসন্সের ব্যবস্থাতত্ত্বের সমালোচনা করে বলেছেন যে তিনি যে সকল ধারণা প্রয়োগ করেন তার বাস্তব জগতের সাথে কোনও সম্পর্কই নেই। ড্যারেনডর্বা পারসন্সের সামাজিক ব্যবস্থার তুলনা আদর্শলোক (Utopia)-র সাথে করেছেন। পরিবর্তন সংগঠিত না হওয়া এবং বর্তমান মূল্যবোধের প্রেক্ষিতে সার্বোজনীন মতৈক্য পাওয়া সবই আদর্শলোকের বৈশিষ্ট্য। ড্যারেনডর্ফ পারসন্সের ব্যবস্থা তত্ত্বকে প্রধান সমালোচনা হল যে এটি একটি সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ এমন একটি সমাজের ছবি আঁকে যা সার্বোজনীন মতৈক্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যেখানে পরিবর্তনের কোনও সম্ভাবনা নেই।

ব্ল্যাকের মতে, পারসন্সের সৃষ্টিতে কার্যকারণ সত্যের অভাব দেখা যায় তাঁর মতে, পারসন্সের ধারণা ব্যবস্থায় সম্পর্কে অস্পষ্টতা পাওয়া যায়। ব্ল্যাক পারসন্সের ধারণাকে এইভাবে প্রকাশ করেছেন। এই ব্যবস্থার পারসন্সের ব্যবস্থা-তত্ত্বের সারবস্তু মজুদ আছে।

(ক) "ব্যক্তি বা কর্তা যখনই কিছু করে, তারা সেটি করার চেষ্টা করে।

(খ) "ব্যক্তি যা কিছু করে তা—সেই ব্যক্তি—কি চায়, বস্তুকে দেখায় তার দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার নিজের সামাজিক অবস্থান—এগুলির ওপর নির্ভরশীল।

(গ) চিন্তা এবং আবেগ ছাড়া ব্যক্তি কোনও কিছুই করতে পারে না।

(ঘ) "মানবজীবন বিকল্পের একটি বিস্তৃত ক্রমপর্যায়"।

(ঙ) বিকল্প নির্বাচনের তাৎপর্য হল ব্যক্তির সর্বাপেক্ষা প্রিয় বা ভালো লাগা কাজটি নির্বাচন করে বা অন্যান্য ব্যক্তিগণ যাকে সঠিক বস্তু বা কাজ বলে মনে করে, তার নির্বাচন।

(চ) "অন্যান্য ব্যক্তির সাথে মিথোস্ক্রিয়া করবার সময় সর্বদা এটা খেয়াল রাখতে হয় যে অন্যান্য ব্যক্তিরা আমাদের বা ব্যক্তির কাছে কি প্রত্যাশা করেন"।

Scanned with CamScanner

(ছ) ব্যক্তির ব্যবহারের একটি স্থায়ী কাঠামো থাকে।

(জ) পরিবার, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির অন্যান্য গোষ্ঠী প্রায় আশ্চর্যজনকভাবে ব্যক্তির মতো ব্যবহার করে।

ব্ল্যাক মনে করেন যে, পারসন্সের তত্ত্ব অভিজ্ঞতার সাধারণ সার্বোজনীনতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি। তারা সামান্য ব্যক্তির ধারণার জাল মাত্র।

পারসন্স সংঘাত এবং অরাজকতার পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে আদর্শ নিয়ম এবং মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন। অন্যভাবে এটিও বলা যেতে পারে পারসন্স সংঘর্ষের পৃথিবীর পরিবর্তে নিজের আগ্রহ প্রাতিষ্ঠানিক আদর্শের নিয়ম এবং মূল্যবোধের আদর্শ ওপর কেন্দ্রীভূত করেন। ব্ল্যাক যুক্তি দেখিয়েছেন যে, পারসন্সের সামাজিক ব্যাখ্যা যান্ত্রিক বা জৈব মডেলের অস্পষ্ট ধারণার সংমিশ্রণ যেখানে একত্রীকরণ, মতৈক্য এবং স্থিতিশীলতার ওপর প্রয়োজনের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানে পরিবর্তন, সংঘাত এবং কলহের অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। তার গুরুত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে। পারসন্সের ব্যবস্থা তত্ত্বে প্রাতিষ্ঠানিক বিশৃঙ্খলার কোনও স্থান নেই যাকে বর্তমানে অনেক সমাজবিদ কোনও না কোনওভাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। পারসন্সের ভূমিকা—প্রত্যাশার (Role-expectations), অনুরূপতার ওপর জোর দিয়েছেন। বটোমোরের মতে, পারসন্সের তত্ত্বে চাপ, সংঘর্ষ এবং পরিবর্তনের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়নি। বারস্টীডের মতে, পারসন্সের সৃষ্টির অধিকাংশ ভাগই একটি ভুলপথে পরিচালিত ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

পারসন্সের ব্যবস্থা তত্ত্বের বিরুদ্ধে অভিযোগ কিছুদূর পর্যন্ত সঠিক কিন্তু আমাদের এও খেয়াল রাখতে হবে যে, পারসন্সের প্রধান আগ্রহ ছিল প্রধানত সম্পূর্ণ সমাজের ওপর গবেষণা চালাবার জন্য বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া, অভিজ্ঞতাসিদ্ধ বাস্তবতার আনুপূর্বিক বিবরণে নয়। এই প্রচেষ্টায় তিনি সামাজিক ব্যবস্থায় এবং তার কাঠামোমূলক ঘটককে বিশ্লেষণের জন্য খুবই বিস্তৃত ধারণাসম্পন্ন কাঠামো প্রস্তুত করেছেন। বাস্তবে পারসন্সের সামাজিক ব্যবস্থা সাকার মূর্ত নয়, সেগুলি হল ধারণামূলক সৃষ্টি। ভাব্যক্তি দ্বারা নির্মিত নয় বরং সামাজিক ক্রিয়া এবং অবস্থান-ভূমিকা বান্ডিল দ্বারা নির্মিত। থিয়োডোর এবেল লিখেছেন, যেহেতু পারসন্সের উদ্দেশ্য ছিল সংগঠিত গোষ্ঠীর তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য বিশ্লেষণমূলক যন্ত্র প্রস্তুত করা এবং তাও সমাজ-ব্যবস্থার স্থিতিশীলতার দৃষ্টিভঙ্গিতে। অতএব পারসন্স ধারণামূলক পরিকল্পনার বিমূর্ত প্রকৃতিই হল তার গুণ (asset), দায়িত্ব বা ভার (Liability) নয়।

Scanned with CamScanner